''অব্যক্ত বর্ষ উদযাপন অর্থাৎ সুসন্তান হয়ে প্রমাণ দেওয়া''

আজ অব্যক্ত বাবা তাঁর অব্যক্তমূর্তি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত ভাব থেকে পৃথক (ডিট্যাচ) আর অব্যক্ত বাবার সমান প্রিয় । সকল বাচ্চারা বিশেষ এই বর্ষ এই রকম বাবার সমান হওয়ার লক্ষ্য রেখে যথা শক্তি খুবই ভালো পুরুষার্থ করে চলেছে। লক্ষ্যের সাথে লক্ষণও ধারণ করে চলেছে। বাপদাদা সকল বাচ্চাদের পুরুষার্থ দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। প্রত্যেকে মনে করে এই সমান হওয়াই হলো স্নেহের প্রমাণ, সেইজন্য এই রূপ প্রমাণ যারা দিয়ে থাকে, সেই বাচ্চাদেরকে বলা হয় সুযোগ্য সন্তান। সুতরাং সুযোগ্য সন্তানদেরকে দেখে বাপদাদা খুশীও হন আর বিশেষ একস্ট্রা সহায়তাও প্রদান করেন।

যত বেশী সাহসী হয়ে ওঠে ততই স্বভাবতঃই বাবার পদমগুণ সহায়তার পাত্র হয়ে যায়। এই রকম পাত্র বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হয়ে থাকে? যেমন বাবার বিষয়ে গাওয়া হয়ে থাকে যে, বাবার ভান্ডারা সদা ভরপুর, সেই রকম সুযোগ্য সন্তানদের সদা সকলের হৃদয়ের স্নেহের আশীর্বাদে (দুয়া), সকলের সহযোগিতার অনুভূতিতে, সর্ব খাজানাতে ভান্ডারা ভরপুর থাকে । নিজের মধ্যে কোনো খাজানার অভাব অনুভব করবে না। সর্বদা তাদের অন্তরে এই গীত স্বতঃতই বাজতে থাকে - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই আমাদের, বাবার বাচ্চাদের ভান্ডারাতে। তাদের দৃষ্টি থেকে, বৃত্তি থেকে, ভাইব্রেশন থেকে, মুখ থেকে, সম্পর্কের দিক থেকে তারা যে সদা ভরপুর আত্মা, এমনই অনুভব হয়। এই রকম বাচ্চারা সদা বাবার সাথেও আছে এবং সাথীও। এই দুই অনুভূতি 'সাথী' আর 'সাথ' স্বাভাবিকভাবেই বাবার সমান সাক্ষী অর্থাৎ সব কিছুর থেকে পৃথক আর প্রিয় বানিয়ে দেয়। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, বাবা আর তোমরা কম্বাইন্ড রূপে সদা অনুভব করেছো আর অনুভব করিয়েছেনও। কম্বাইন্ড স্বরূপকে কেউ আলাদা করতে পারে না। এই রকম সুযোগ্য বাচ্চারা সদা নিজেকে কম্বাইন্ড রূপে অনুভব করে থাকে। কোনও শক্তি নেই যা আলাদা করতে পারে।

যেমন সত্যযুগে প্রকৃতি দেবতাদের দাসী হয়ে থাকে অর্থাৎ সদা সময় মতো সহযোগী হয়ে থাকে, সেই রকমই সুযোগ্য বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির কারণে সর্ব শক্তি আর সর্ব গুণ সময় মতো সদা সহযোগী থাকে অর্থাৎ সকল শক্তি গুলির, গুণ গুলির রাজ্য-অধিকারী থাকে। তার সাথে সাথে এই রকম সুযোগ্য সন্তানদের সেবার বিশেষ স্বরূপ কী থাকে? যেমন সকলে বাণীর দ্বারা বা মনের দ্বারা (মন্সা = মনের স্থিতির দ্বারা) সেবা করতে থাকে, সেইরকমই সেবা তারাও করে, কিন্তু তাদের বিশেষ সেবা হলো এটাই যে, সদা অন্য আত্মাদেরকে বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া গুণ আর শক্তি গুলির দান নয়, বরং সহযোগ বা প্রাপ্তির অনুভব করানো। অজ্ঞানীদেকে দান করবে আর ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সহযোগ বা প্রাপ্তি করাবে। কারণ সবথেকে বড়'র থেকে বড় দান হলো গুণ-দান বা শক্তি গুলির দান।

নির্বলকে শক্তিবান বানানো এটাই হলো শ্রেষ্ঠ দান বা সহযোগিতা। তো এই রকম সহযোগিতা করতে জানো? নাকি নেওয়ার ব্যাপারেই ভেবে যাচ্ছো? এখনও পর্যন্ত নেওয়ার পক্ষে নাকি দাতার সন্তান দাতা হয়ে উঠেছো? নাকি কখনো কখনো নিয়ে থাকো, কখনো কখনো দিয়ে থাকো? দিতে শুরু করলে নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা বাবা সকলকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। কিছুই নিজের কাছে রাখেননি, সব দিয়ে দিয়েছেন। এখন কেবল যারা নিচ্ছে তারা তা ঠিকমতো সামলাতে পারছে কিনা আর কাজে ব্যবহার করতে পারছে কিনা সেটার অপেক্ষা। তো যত দিতে থাকবে ততই সম্পন্নতার অনুভব করতে থাকবে। এই রকম সুসন্তান তো তোমরা তাই না? 'সুপুত্রে'র সারিতে রয়েছো নাকি সুপুত্র হওয়ার সারিতে রয়েছো? যেমন লৌকিকেও মা-বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের হাতের উপরে নাচাতে থাকেন অর্থাৎ সদা আনন্দে খুশীতে রাখেন, উৎসাহ উদ্দীপনাতে রাখেন। সেইরকমই সুযোগ্য পুত্র সদা সকলকে উৎসাহ উদ্দীপনাতে নাচাতে থাকবে, উড়তি কলাতে ওড়াতে থাকবে। সুতরাং এই বছর তোমরা অব্যক্ত বর্ষ পালন করছো। অব্যক্ত বর্ষ অর্থাৎ বাবার সুপুত্র হয়ে প্রমাণ দেওয়ার মতো যোগ্য হয়ে ওঠো। এই রকম প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ উদযাপন করা। অব্যক্তের অর্থই হলো ব্যক্ত ভাব আর ব্যক্ত ভাবনার থেকে ঊর্ধ্বে।

জীবনে উড়তি কলা এবং অবনমন কলার আধার হলো এই দুটো বিষয়ই - (১) ভাবনা আর (২) ভাব। যদি কোনো কার্যে কাজটির প্রতি কিম্বা যে কাজটি করছে সেই ব্যক্তির প্রতি ভাবনা শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে ভাবনার ফলও শ্রেষ্ঠ হয় আর তা

স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে । এক হলো সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা ; দ্বিতীয় হলো সেই ব্যক্তি যেমনই হোক না কেন, সদা স্নেহ আর সহযোগ দেওয়ার ভাবনা ; তৃতীয় হলো সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা ; চতুর্থ হলো সেই ব্যক্তি যেমনই হোক, সদা আপন ভাবা আর পঞ্চম হলো এই সব গুলোর ফাউন্ডেশন আত্মিক-স্বরূপের ভাবনা। একে বলা হয় সৎ ভাবনা বা পজিটিভ ভাবনা। তো অব্যক্ত হওয়া অর্থাৎ এই সর্ব ভাবনা গুলি রাখা। এই সৎ ভাবনা গুলির বিপরীত যদি হয়, তবেই ব্যক্ত ভাব নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ব্যক্ত ভাব এর অর্থই হলো এই পাঁচটি বিষয়ের নেভেটিভ অর্থাৎ বিপরীত স্থিতিতে থাকা। এর বিপরীতকে তো তোমরা নিজেরাই জানো, বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। যখন ভাবনা বিপরীত হয়ে থাকে তখন অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত থাকতে পারবে না।

মায়ার প্রবেশের এটাই হলো বিশেষ দ্বার। যে কোনো বিঘ্নকে চেক করো দেখবে তার মূল প্রীতি নয়, বরং তার বিপরীত ভাবনাই হয়ে থাকে। ভাবনা প্রথমে সংকল্পের রূপে হয়ে থাকে, তারপর বোল এ এসে থাকে আর এর পরে কর্মে আসে। যেমন ভাবনা হবে, কোনো ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ বা তার বলা কথাকে নিজের সেই ভাব এর দৃষ্টিতেই দেখবে, শুনবে, সম্বন্ধে আসবে। ভাবনার দ্বারা ভাবও বদলে যায়। কোনো আত্মার প্রতি যদি কখনো ঈর্ষার ভাবনা হয় অর্থাৎ তাকে আপন মনে করার ভাবনা নেই, তখন সেই ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কথাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড (ভুল বুঝবে) এর ভাব এর উৎপত্তি হবে। সেই ব্যক্তি যদি ভালোও করে তবুও তোমার ভাবনা ভালো না হওয়ার কারণে তার সকল আচরণ আর সকল কথাই খারাপ বলে মনে হবে। তো ভাবনা ভাবকে বদলে দেয় । সুতরাং চেক করো যে, প্রত্যেকের প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ ভাব থাকে? ভাব'কে বোঝার ক্ষেত্রে যদি তফাৎ হয়ে যায়, তবে' মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' মায়ার দ্বার হয়ে যায়। অব্যক্ত স্থিতি বানানোর জন্য বিশেষতঃ নিজের ভাবনা আর ভাবকে চেক করো, তাহলে সহজ অব্যক্ত স্থিতির বিশেষ অনুভব করতে থাকবে।

কোনও কোনও বাচ্চারা অশুদ্ধ ভাবনা বা অশুদ্ধ ভাবের থেকে দূরেও থাকে। কিন্তু এক হলো শুভ ভাব আর শুভ ভাবনা ; দ্বিতীয় হলো ব্যর্থ ভাব আর ভাবনা, তৃতীয় হলো সাধারণ ভাবনা বা ভাব, কেননা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সেবা-ভাব। তো সাধারণ ভাবনা বা ভাব। কারণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সেবা-ভাব। সুতরাং সাধারণ ভাবনা বা সাধারণ ভাব ক্ষতি সাধন করে না কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের কর্তব্য হলো শুভ ভাবনার দ্বারা সেবা, সেটা তারা করতে পারে না। সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবনে যে সেবার ফল জমা হওয়ার বিশেষ বরদান আছে, তার অনুভব করতে পারবে না। তো সাধারণ ভাবনা আর ভাব'কেও শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ ভাব-এ পরিবর্তন করো। চেক করলে তবেই চেঞ্জ করবে আর অব্যক্ত ফরিস্তা বাবার সমান সহজেই হয়ে যাবে । তাহলে বুঝতে পেরেছো, অব্যক্ত বর্ষ কীভাবে উদযাপন করতে হবে?

' শুভ ভাবনা' হলো মনের দ্বারা সেবার (মন্সা সেবা) অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাধন (পদ্ধতি) আর "শ্রেষ্ঠ ভাব" হলো সম্বন্ধ-সম্পর্কে সকলের প্রিয় হওয়ার সহজ সাধন। যে সদা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করে, সে-ই মালার সমীপ দানা হতে পারে। কেননা মালা হলো সম্বন্ধ-সম্পর্কে সমীপ আর শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন । কোনো ব্যক্তি যে ভাব থেকেই বলুক বা চলুক না কেন, তোমরা সর্বদা সকলের প্রতি শুভ ভাব, শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করো। যারা এতে বিজয়ী হয়, তারাই মালাতে গাঁথা হওয়ার অধিকারী হয় । হয়তো সে সেবার ক্ষেত্রে ভাষণ করতে পারে না, প্ল্যান বানাতে পারে না, কিন্তু যে প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে শুভ ভাব রাখতে পারে, তবে এই 'শুভ ভাব' সূক্ষ্ম সেবা-ভাব'এ জমা হয়ে যাবে। এই রকম শুভ ভাব যাদের থাকে, তারা সকলকে সুখ দেবে, সুখ নেবে। তো এটাও হলো সেবা আর এই সেবা-ভাব সামনের দিকে নম্বর নেওয়ার অধিকারী বানিয়ে দেবে। সেইজন্য মালার দানা হয়ে যাও। বুঝেছো? কখনোই এই রকম ভাববে না যে আমি তো ভাষণ দেওয়ার চান্সই পাইনা, বড় বড় সেবার চান্স পাইনা। কিন্তু এই সেবা-ভাব এর গোল্ডেন চ্যান্সেলার এর লাইনে এসে যাবে অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে । সেইজন্য এই বছর বিশেষ ভাবে এই 'শুভ ভাবনা' আর 'শ্রেষ্ঠ ভাব' ধারণ করার বিশেষ অ্যাটেনশান রাখবে।

অশুভ ভাব আর অশুভ ভাবনাকেও নিজের শুভ ভাব আর শুভ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো। আগেও বলেছিলাম না যে, গোলাপ ফুল দুর্গন্ধযুক্ত খাদ এর থেকে সুগন্ধকে ধারণ করে সুগন্ধি গোলাপ হয়ে যেতে পারে। তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা অশুভ, ব্যর্থ, সাধারণ ভাবনা আর ভাবকে শ্রেষ্ঠত্বে বদলে দিতে পারবে না? নাকি বলবে কী করবো? সেটাকে বলা হবে অশুভ ভাবনা, আমার প্রতি এর মনের ভাব'ই খারাপ, আমি কি করবো? এই রকম কথা বলবে না, তাই না? তোমাদের তো টাইটেলই হলো বিশ্ব-পরিবর্তক। যখন প্রকৃতিকে তমোগুণী থেকে সতোগুণী বানাতে পারো, তাহলে আত্মাদের ভাব আর ভাবনার পরিবর্তক হতে পারবে না? তো এই লক্ষ্য বাবার সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার লক্ষণ সহজে এবং স্বভাবতঃই নিয়ে আসবে। বুঝেছো? কীভাবে অব্যক্ত বর্ষ উদযাপন করতে হবে? উদযাপন করা অর্থাৎ

তৈরী হয়ে যাওয়া, এটাই হলো ব্রাহ্মণদের ভাষার নীতি (সিদ্ধান্ত)। তৈরী হয়ে উঠতে হবে (কর্মাতীত/সম্পন্ন) নাকি কেবল উদযাপনই করবে? তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে বর্তমান সময়ে এই পুরুষার্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর এই সেবা মালার দানাকে সমীপে নিয়ে এসে মালাকে প্রকাশিত (প্রসিদ্ধ) করাবে। মালার দানা আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মালা অর্থাৎ প্রতিটি দানার কাছাকাছি আসা। তো এই দুটি বিষয় হলো দানার সাথে দানার সমীপতার সাধন (উপায়) । একেই বলা হয় সুপুত্র অর্থাৎ যারা প্রমাণ দেখায়। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল স্নেহের প্রমাণ দেখানো সুযোগ্য বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার সমান ফরিস্তা হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা আত্মাদেরকে, সদা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ ভাব রেখে থাকা বিজয়ী আত্মাদেরকে, সদা প্রতিটি আত্মাকে শ্রেষ্ঠ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করতে পারা বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা বিজয়ী হয়ে বিজয় মালাতে সমীপে আসা বিজয়ী রত্নদেরকে বাপদাদার অব্যক্ত বর্ষের অভিনন্দনের সাথে সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ -

জানকী দাদীর প্রতি : - নিজের সাহস আর সকলের সহযোগের প্রার্থনা বা আশীর্বাদ শরীরকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সময় মতো শরীরও সহযোগিতা করছে। একে বলা হয় এক্স্ট্রা প্রার্থনা বা আশীর্বাদের সহযোগ। তো বিশেষ আত্মাদের এই এক্স্ট্রা সহযোগ প্রাপ্ত হয়ই। শরীরকে একটু রেস্টও দিতে হয়। যদি তা না দেওয়া হয়, তবে শরীরও গোলমাল করতে থাকে। যেমন যার যেটা প্রয়োজন তাকে তো তোমরা সেটা দিয়ে থাকো, তাই না? কারো শান্তি চাই, কারো সুখ চাই, কারো সাহস চাই, তো দিয়ে তো থাকো, তাই না? তো শরীরেরও যেটা চাই সেটা দাও। এরও তো কিছু চাই, তাই না? কেননা এই শরীরও হলো বাবার গচ্ছিত সম্পদ! এরও দেখাশোনা করতে হবে। অত্যন্ত সাহসের সাথে একে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর চলতেও হবে। সময় মতো আবশ্যকতা অনুসারে যেমন শরীর তোমাকে সহযোগ দিচ্ছে, সুতরাং তুমিও একটু-আধটু একে সহযোগিতা করো। এ বিষয়ে তো নলেজফুল তুমি। বেশ ভালো। কেননা এই শরীরের দ্বারাই অনেক আত্মাদের কল্যাণ হবে। কেবলমাত্র তোমাদের সাথ এর অনুভবই তাদেরকে অনেক বড় বড় সহায়তার অনুভব করাবে। তোমার উপস্থিতিই সেবায় উপস্থিত থাকার কাজ করে। স্থূল সেবা যদি নাও করো, কিন্তু উপস্থিত হলেই উপস্থিতি হয়ে যায়। এক সেকেন্ডও তো সেবা ছাড়া থাকতে পারো না, আর না থাকো। সেইজন্য সেবার জমার খাতা জমা হয়েই চলেছে। অত্যন্ত ভালো ভূমিকা পালন করে চলেছো, পালন করেও চলবে। সুন্দর পার্ট পেয়েছো, তাই তো? এত সুন্দর পার্ট ড্রামার অনুসারে আশীর্বাদের (দুয়ার) কারণ হয়ে গেছে। এই ব্রাহ্মণ জন্মের আদি থেকে সংস্কার 'করুণার' (রহমদিল) আর 'সহযোগের ভাবনা'র এ হলো ফল। শরীরের দিক থেকে হোক কিম্বা মনের দিক থেকে করুণা আর সহযোগিতার ভাবনার পার্ট আদি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য তার ফল সহজেই প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। শারীরিক ভাবে সহযোগিতার সেবাও অন্তর থেকে করেছো, সেই কারণে শরীরের আয়ু দুয়ার দ্বারাই এগিয়ে চলেছে। আচ্ছা!

দাদী জীর (প্রকাশমণি দাদী) প্রতি : - আচ্ছা, সার্ভিস করে এসেছো! এই ড্রামাও সহযোগী হয়ে যায় আর এই শুভ ভাবনার ফল আর বল প্রাপ্ত হয়। সংগঠিত রূপে শুভ ভাবনা এই ফল প্রদান করে। সুতরাং ভালো ছিল আর আরোও আরও ভালোই হতে থাকবে। এখন তো আরও অব্যক্ত স্থিতির দ্বারা বিশ্বের আত্মাদেরকে আর সেবাকে এগিয়ে যাওয়ার বল প্রাপ্ত হবে। কেবল ব্রাহ্মণদের দৃঢ় পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব পরিবর্তন থেমে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের পরিবর্তন কখনো পাওয়ারফুল হয়, কখনো হাল্কা হতে থাকে। তো এই অস্থিরতাও কখনো জোরদার হতে থাকে, কখনো ঢিলা হয়ে যায় । সম্পন্ন হয় তো এই ব্রাহ্মণরাই। আচ্ছা!

চন্দ্রমণি দাদীর প্রতি : - অসীম জগতের চক্রবর্তী হয়ে গেছো, আজ এখানে, কাল ওখানে! তো একেই বলা হয় বিশ্বের আত্মাদের সাথে স্বতঃত আর সহজ সম্বন্ধ বৃদ্ধি হতে থাকা । বিশ্বে রাজত্ব করতে হবে, বিশ্ব কল্যাণকারী তোমরা, তাই কোণে কোণে পা তো রাখা উচিত তাই না? সেইজন্য দেশ-বিদেশের চান্স এসে যায়। প্রোগ্রাম যদি নাও বানাও কিন্তু এই ড্রামার অনুসারে সঙ্গমের সেবা ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করছে। সেইজন্য বেহদের সেবা আর বেহদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। স্টেটের রাজা নয়, বিশ্বের হতে হবে! পাঞ্জাবের রাজা তো হবে না! সে তো নিমিত্ত মাত্র ডিউটি, ডিউটি মনে করে পালন করছো। তাছাড়া তোমাকে যদি অর্ডার দেওয়া হয় মধুবননিবাসী হতে, তখন কি ভাবতে থাকবে যে, তাহলে পাঞ্জাবের কি হবে? না। যতক্ষণ পর্যন্ত যেখানকার ডিউটি, সেখানে সেটা খুব ভালো ভাবেই পালন করতে হবে।

জানকী দাদীর প্রতি : - এখন যদি বলা হয় যে, তুমি ফরেন থেকে এখানে এসে যাও, তাহলে এসে বসে যাবে তো না? বাবা তোমাদেরকে পাঠান, তুমি নিজে থেকে তো যাচ্ছো না! সেইজন্য সব কিছুর থেকে তুমি পৃথকও আর সেবার ক্ষেত্রে প্রিয়ও। দেশ আর ব্যক্তিদের প্রিয় নয়, সেবার প্রিয়। আচ্ছা! সবাইকে স্মরণ জানাবে, অব্যক্ত বর্ষের অভিনন্দন জানাবে।

বরদানঃ- জ্ঞানকে লাইট আর মাইটের রূপ ধরে সময় মতো কার্যে ব্যবহারকারী জ্ঞানী তু আত্মা ভব

জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ আর নলেজ ইজ লাইট, মাইট বলা হয়। যখন লাইট অর্থাৎ আলোক রয়েছে যে, এটা রং, এটা হল রাইট, এটা হলো অন্ধকার, এটা প্রকাশ, এটা ব্যর্থ, এটা হলো সমর্থ, তো লাইট আর মাইটে সম্পন্ন আত্মা কখনো অন্ধকারে থাকতে পারে না। যদি অন্ধকার রয়েছে বুঝতে পেরেও অন্ধকারে থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বা বোধসম্পন্ন বলা যাবে না। জ্ঞানী (তু) আত্মা কখনো রং (ভুল) কর্মের, সংকল্পের বা স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হতে পারবে না।

স্লোগানঃ- হীরো পার্ট প্লে করার জন্য জিরো বাবার সাথে কম্বাইন্ড হয়ে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;